সোনার বাংলা ইলেকট্রিক
মোবাইল- 9002856907
এখানে যাবতীয় ইলেকট্রিক সরঞ্জাম পাইকারী ও খুচরা পাওয়া যায়
কোর্ট রোর্ড, দিঘীর পাড়, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

আমাদের অনলাইন পেজ
আপডেট পেতে স্ক্যান করুন

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Rgn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 5 ❑ Issue 37 ❑ 02 Dec. 2021 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

কলেজে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না, ক্লাসের দাবিতে বিক্ষোভ

জয় চক্রবর্তী ঃ করোনা লকডাউনের কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে কলেজের পঠন পাঠন। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের নির্দেশে কলেজ চালু হলেও কলেজে নিয়মিত হচ্ছেনা ক্লাস। এমনই অভিযোগে প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখালো, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকরা। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাগদার ডাক্তার বি আর আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়। এদিনের বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে সাধারণ পড়ুয়ারাও বিক্ষোভে শামিল হয়। প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা। ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়েছেন, প্রায় কুড়ি মাস পরে কলেজ খুলেছে। ক্লাস ঠিক মতন হচ্ছে না। অনেক শিক্ষকরা সঠিক সময়ে কলেজে হাজির হচ্ছেন না। দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে এসে ক্লাস না করেই ফিরে যাচ্ছেন। কলেজের সাধারণ সম্পাদক সন্তু ঢালী বলেন" প্রিন্সিপালকে আমরা আগেও নিয়মিত ক্লাসের দাবিতে লিখিত দিয়েছিলাম। তাতে কোনো ফল না হওয়ায় বাধ্য হয়ে আজ অবস্থান-বিক্ষোভ করলাম।এদিন ঘন্টাখানিক বিক্ষোভ চলার পর কলেজ পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভ বন্ধ হয়। কলেজের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, হেলেঞ্চা শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় ৯ জন ফুলটাইমার ও ৮ জন স্টেট এডেড শিক্ষক রয়েছে। স্টেট এডেড শিক্ষকদের সপ্তাহে ১৫ঘন্টা ক্লাস করার কথা। তারা তিন দিনের বেশি কলেজে আসেন না। কলেজের অধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন দাস বলেন"স্টেট এডেড শিক্ষকদের ৮ দিন ক্লাস করবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তারা রাজি হননি। শিক্ষক কম থাকার ফলে ক্লাস নেবার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে? আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কয়েকদিন সময় চেয়েছি। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

ইছামতী নদী সংস্কার করে জলপথে বানিজ্যের পরিকল্পনা মন্ত্রী শান্তনুর

নীরেশ ভৌমিক ঃ জাতীয় সড়ক যশোহর রোড ধরে বাংলাদেশে বিভিন্ন পন্য সামগ্রী আমদানী-রপ্তানী ঘিরে নানা সমস্যা রয়েছে। সড়ক পথে বানিজ্যে যানজট এবং ব্যায় বহুল। এসব নানা সমস্যা থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের চতুর্থ পাতায়...

Inspirational Institute of Leadership Management
Unit of Sopos Education Institute Pvt. Ltd.
Conducted Courses
1. Export Import Management.
2. Custom Clearing and Forwarding Management (Land, Air, Sea) Online Shipping bill and Bill of entry filling. Practicul Port Visit on Custom Clearance
3. Warehouse Management
4. Busines Spoken English and Commercial Letter Writing
5. Diploma in Air Cargo Management (Partical and Documentation)
6. Diploma in shipping and logistics Management
7. Diploma in agro Business Management
8. Diploma in Journalism of Mass Communication
9. Certificate course in Tea Testing and Management
10. Certificate course of Leather Teachnolong and Marketing
11. Diploma in agro base Industry Management.
Training শেষে চাকরী বা ব্যবসা করে প্রচুর উপার্জন করুন।
ক্লাস শুরু ২২ নভেম্বর
Contac : 9800224872 / 9907488865
email : inspirationalinstitute@gmail.com
Petrapole, (N) 24 Pgs, W.B.

তৃণমূল নেতৃত্ব কে পাল্টা হুঁশিয়ারি বিজেপির

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের পাল্টা সভা মিছিল করল বিজেপি। শনিবার বিকেলে গোপালনগর থানার পাল্লা বাজারে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। ২২ শে নভেম্বর এই পাল্লা বাজারেই বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বাড়ির পাশে সভা ও মিছিল করা হয়েছিল। মিছিলে মহিলাদের হাতে ছিল ঝাঁটা ও পুরুষদের হাতে ছিল লাঠি, জুতো। ওই সভা থেকে স্বপন বাবুর চামড়া গুটিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। স্বপন বাবুর বাড়ি লক্ষ্য করে ঝাঁটা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে পেট্রোপণ্যের দাম কমানোর জন্য কেন্দ্র সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং রাজ্য সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। যদিও বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা সভা ও মিছিল করা হলো। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যের সহ-সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনস্পতি দেব। বক্তারা তাদের ভাষণে তৃণমূল নেতা নেত্রীদের আক্রমণ করেন। রাজু বাবু বলেন "মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভোটের সময় হুইল চেয়ারে বসে প্রচার করে নাটক করেছেন। এবার আমরা এমন আন্দোলন শুরু করব যে মুখ্যমন্ত্রীকে স্ট্রেচারে শুয়ে প্রচার করতে হবে। তিনি রেশন দুর্নীতি ও এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে সরব হন। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সমালোচনা করে বলেন" বালু বাবু (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ডাকনাম) খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করে বনে চলে গিয়েছেন। ভবিষ্যতে তাকে বনে জঙ্গলে কাটাতে হবে। রেশন ব্যবস্থার দুর্নীতি নিয়ে আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। এদিনের সভাথেকে তৃণমূলের সভা ও মিছিলের পাল্টা জবাব দেন স্বপন বাবু। তিনি বলেন "তৃণমূলের হুমকিতে আমরা ভয় পাই না। ভবিষ্যতে ভাষণ বাজি করতে এলে যোগ্য জবাব দেবে স্বপন মজুমদার। করে কম্মে খাওয়ার জন্যই এই হুঁশিয়ারি।" এদিন নাম না করে স্বপন বাবু বনগাঁর একজন তৃণমূল নেতা কে আক্রমণ করেন "তার কথায় তৃণমূলের এক নেতা এখানে এসে বড় বড় কথা বলে গিয়েছেন। ২০১২ সালে ফেনসিডিল পাচারের সময় বিএসএফ তাকে তাড়া করেছিল। এশিয়ার বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বাণিজ্যের জন্য জাতীয় সড়ক দিয়ে পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল করে। তাহলে বনগাঁ পৌরসভা কেন ট্যাক্স নেবে। এ বিষয়ে আমরা কেন্দ্রকে চিঠি দেবো। বনগাঁ পৌরসভায় চোর তাড়িয়ে ডাকাত আনা হয়েছে। এদিনের সভায় অবশ্য তৃণমূলের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি ছিল অনেক কম। বিজেপি নেতাদের বক্তব্যের বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আলোরানী সরকার বলেন ‘‘করে কম্মে কারা খাচ্ছে জনগণ সেটা দেখতে পারছে। ওই অভ্যাস বিজেপি নেতাদের। চতুর্থ পাতায়...

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

তৃণমূল কংগ্রেসের কার্য্যালয় ‘সর্বজয়া’র দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে ব্যাপক জনসমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ পুজো-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ এবং কার্য্যালয় অঙ্গনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে গত ২৮ নভেম্বর বনগাঁতে দ্বারোদঘাটন হল তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা কার্য্যালয়ের। এদিন মধ্যাহ্নে বনগাঁ নিউমার্কেট বাসস্ট্যাণ্ড চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলীয় মহিলা কর্মীগণের সমবেত কণ্ঠে। কবিগুরুর আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর সংগীত এবং দলের বর্ষিয়ান সাংসদ সৌগত রায় কর্তৃক মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে দলের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক ও প্রবীন তৃণমূল নেতা নির্মল ঘোষ, বিধায়ক নারায়ন গোস্বামী, বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর, প্রাক্তণ বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বীনা মণ্ডল, বনগাঁ পৌরসভার প্রশাসক ও বিশিষ্ট দলনেতা গোপাল শেঠ, আইএনটিটিইউসি’র বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নারায়ণ ঘোষ (নান্টু) সহ প্রমুখ। তবে এদিনের কর্মসূচীতে দেখা যায়নি বনগাঁ পৌরসভার পূর্বাতন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য ও তার স্ত্রী জ্যোৎস্না আঢ্যকে।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

LIC
কর্মসংস্থান
LICI তে এজেন্ট নিয়োগ চলছে
স্টাইপেন্ড- ৫০০০ টাকা তৎসহ কমিশন।
উজ্জ্বল চন্দ (ডেভেলপমেন্ট অফিসার)
যোগাযোগ- ৭৯০৮৬২৯৪৬২ / ৯৯৩২৭২৯০৯৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৫ ❐ সংখ্যা ৩৭ ❐ ০২ ডিসেম্বর, ২০২১ ❐ বৃহস্পতিবার

বিদ্যালয়ে গরহাজির পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে বিশেষ উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন

অতিমারী কোভিড-১৯ সংক্রমনে প্রতিরোধে দীর্ঘ দিন যাবৎ বন্ধ বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠন-পাঠন। সুদীর্ঘ প্রায় দু'বছর পর বিদ্যালয় খুললেও বেশকিছু পড়ুয়া বিদ্যালয়ে আসছে না। জানা যায় হতদরিদ্র পরিবারের সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা করোনা পরিস্থিতিতে রুটি-রুজি হারানো অভিভাবকদের পাশে দাঁড়িয়ে কোনভাবে কিছু রোজগার করে সংসার প্রতিপালনে সহযোগিতা করছে। সংসারের জন্য কিছু রোজগারে নেমে পড়ায় বন্ধ হয়ে গেছে তাদের নিয়মিত পড়াশুনো। তাই দীর্ঘকাল বাদে স্কুল খুললেও সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসছে না। তারা কিছু কাজ করে সংসার নির্বাহ করে চলেছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের এই সমস্ত পড়ুয়াদেরকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে এনে পুনরায় পড়াশুনোয় মনযোগী করতে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন বনগাঁর অসিত বিশ্বাস শিক্ষা নিকেতন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর মল্লিকের নেতৃত্বে সহশিক্ষক অমিত কুমার ঘোষ, বিশ্বজিৎ মল্লিক, বিকাশ সমাদ্দারসহ স্কুলের অন্যান্য সহশিক্ষকগণ স্কুলে না আসা ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং তাদের স্কুলমুখী করবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। অথচ রাজ্য সরকারের ঘোষণার পর অধিকাংশ প্রাইমারী, আপার প্রাইমারী বা হাইস্কুলগুলিই কোনরকমে নামমাত্র শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুল চালাচ্ছেন। অন্যদিকে বেসরকারী স্কুলগুলিও হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপেই নিজেদের দায় সেরে চলেছে। এখন সরকার যদি রাজ্যের সমস্ত স্কুল পড়ুয়াদের স্কুলমুখী উদ্যোগী না হয়, তাহলে স্কুলছুট শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করতে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' চরম ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে পারে। এমনকি অচীরেই আগামী প্রজন্মের উপরও এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

আমাদের—

অনলাইন পেজ

ফেসবুক পেজ

ইউটিউব পেজ

হোয়াটস্অ্যাপ লিংক

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙ্গার অন্যতম সামাজিক সংগঠন সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত মাসিক সাহিত্যসভা ও গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭ নভেম্বর। এদিন অপরাহ্নে সেবা সমিতির সভাকক্ষে বিশিষ্ঠ কবি পলাশ মণ্ডলের কণ্ঠে কবি নজরুলের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন বর্ষিয়ান কবি ও ছড়াকার কৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্ম এবিষয়ে শিক্ষক ও সাহিত্যিক ড. আশিস হীরাকে সেবা সমিতির পক্ষ থেকে উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রবীন সাহিত্যিক অধীর রায় ও রাসমোহন দত্ত। স্বাগত ভাষণে সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ঠ সমাজকর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার বছরভর সমিতির বিভিন্ন সেবামূলক কার্যের খতিয়ান তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে সমিতির নতুন প্রকল্প কিশোরী মেয়েদের জন্য বীরাঙ্গনা এবং অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনায় বানপ্রস্থ সেবাশ্রম নির্মানের কথা জানান। কবি কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু ও সাহিত্যিক ড. হীরা ওকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিমাসে সাহিত্য সভার আয়োজনকে সাধুবাদ জানান। বিশিষ্ঠ লেখক আশিস বাবু দেশভাগ ও ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু ও শরনার্থীদের নিদারুন বেদনার কথা ব্যক্ত করেন। সমিতি আয়োজিত এদিনের কবি সম্মেলনে স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ গ্রহন করেন বিশিষ্ঠ কবি বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, স্বপন বালা, নন্দদুলাল বসু, নন্দকুমার বিশ্বাস, কনিকা বৈরাগী, অলকানন্দ বসু, তাপস তরফদার, ড. জয়শ্রী মিত্র, সুনীল কুমার মণ্ডল প্রমুখ। বিশিষ্ঠ কবি ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত ও গৌতম সাহার পরিচালনায় এদিনের সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী
ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তুদোষ, প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।
পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য
চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)
মোঃ ৯৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

UTIITSL দ্বারা অনুমোদিত
uti UTI Infrastructure Technology And Services Limited
প্যান সার্ভিস সেন্টার
স্বল্প খরচে মাত্র ৭দিনেই প্যান কার্ড পান
Digital Signature
Authorised by Emudra
emudhra
এখানে ডিজিট্যাল সিগনেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
৭০৭৬২৭১৯৫২
সার্বভৌম সমাচার পত্রিয়ায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন দাতার কথামত সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। পাঠকদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে, আপনারা বিজ্ঞাপনের সত্যতা যাচাই করেই সিদ্ধান্ত নিন।

বিশেষ রচনা

জীবনের ধারা বললে নিল কোভিড-১৯

অজয় মজুমদার

কোভিড-১৯' দ্যা ব্যাটেল হিউম্যানিটি'-- লরালিন মিয়ার্স এর দ্বিতীয় উপন্যাস। করোনা নিয়ে এটাই হয়তো পৃথিবীর প্রথম উপন্যাস। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন আবিষ্কারের মুখ এক নারী। পেগ আরারো। উপন্যাসের গল্পে চলে এসছেন মিয়ার্স একটি লাইনে। পেগ আরারো কোভিদ- ১৯ এর নায়িকা, বিজ্ঞানী তো বটেই কিন্তু সেই বিজ্ঞানী এই নারী যার জানার, পড়ার, জ্ঞান অর্জনের তাড়ণা অপরিমেয়।

লকডাউনের আনিদ্রায় বিছানায় শুয়ে, পরিযায়ী শ্রমিকদের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা কল্পনা করতে বাদ সাধল মৃত্যুর বিভীষিকা। মানুষ পষে ছুটে যাওয়া ট্রাক, কিংবা রেললাইনে ছড়ানো রক্তমাখা রুটি, প্ল্যাটফর্মের মৃত মায়ের গায়ের চাদর টেনে খেলা করছে শিশু। জীবন ও জীবিকার ধারা এই গ্রাম ও শহরটাকে অন্য চরিত্রে বসিয়েছে।

ফিলিপ স্ট্রং মহামারী কালিন জনমনস্তত্ত্ব মহামারীর মতোই সহজে এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তি ও কমিউনিটির মধ্যে সংঘটিত হয়। তার বিস্তারও মহামারীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই মনো সামাজিক মহামারীর অন্তত তিনটি রূপ আছে। ভিতির মহামারী বাএপিডেমিক অফ ফিয়ার , দৈনিক ব্যাখ্যার মহামারী বা এপিডেমিক অফ এক্সপ্লানেশন এন্ড মরালাইজেশন এবং প্রতিকারের মহামারী ব্য এপিডেমিক অফ অ্যাকশন এই যৌথ ভয়, এবং সেখান থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ, যুক্তি- প্রতিযুক্তি ,তার পরিণাম স্বরূপ নানা বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ সমগ্র আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে জটিল তর করে'।

করোনা ছোবলে সবাই জর্জরিত। ওষুধ হাসপাতাল ছাড়াই ইউরোপের ১১টি দেশের এগারো লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষের নিশ্চিত মৃত্যুকে আটকানো গেছে স্রেফ লকডাউন এর সৌজন্যে। ৩০শে মার্চ ইম্পিরিয়াল কলেজ, লন্ডন এর গবেষণাপত্র প্রমাণ করেছেন লকডাউন এর সুফল। ঘর বন্দি থাকলেই নভেল করোনায় এফেক্টিভ রিপ্রোশন নাম্বার ছিল-১ এর নিচে। ই ডিএন-১ এর বেশি হলেই মহামারীর করাল গ্রাসকে রোখা যেত না।

স্পেন, ব্রিটেন, এমনকি ইতালিতে একটু দেরিতে হলেও লকডাউনের সুফল মিলেছে। যে সব বিষয় নিয়ে সযত্নে সংবাদ মাধ্যম এড়িয়ে যাচ্ছে। সেগুলি সমাজের একটা বড় দিক--

সরকারি লকডাউন এর ফল ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণ মেনে নিয়েছেন কিনা। লকডাউন এর ফলে ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের কাজ থেকে ছাঁটাই, অনাহার, আত্মহত্যা, বিনা চিকিৎসা ইত্যাদি আলোচনা কোথায়।

একটি ঘটনা ১২ ঘন্টা শ্বামকষ্টে ছটপট করে রাজ্যের ১৮বছর বয়সের এক তরুণ যুবক মারা গেল। কলকাতার চারটি সরকারি- বেসরকারি হাসপাতাল তাকে ভর্তি নিল না। সেটা নিয়ে বিশেষ কোনো হেলদোল নেই। সঠিক সময় অক্সিজেন দিলে ওই যুবক অকালে মারা যেত না। প্রবল শ্বাস কষ্টে মৃত্যু ২৬ বছরের যুবকের'। প্রসূতির মৃত্যু হল হাসপাতালে ঠাই না পেয়ে। দেশ-বিদেশের যে সমস্ত বয়স্ক মানুষ কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তাঁদের সংক্রমনের আগে কি কি জটিল রোগ ছিল বা কি কি ওষুধ পেতেন বা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার হিসাব কোথায় আমেরিকা স্পেন ইতালি প্রতিবছর মৃত্যুহার এর সাথে কভিদ নাইনটিন এর মৃত্যুর তুলনামূলক আলোচনা নেই সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে প্রকৃতিকে কোভিড- ১৯ ভাইরাস এর জীবনের জটিলতা জটিল রূপান্তর প্রক্রিয়া ও মানব জীবনে তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা নেই। সবকিছু সরলরেখায় ভাবা হচ্ছে।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- ৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

করোনার তৃতীয় তরঙ্গের জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত?

জেনে নিন কিভাবে ওমিক্রন (Omicron) থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবেন

নির্মল সাহা : করোনা ভাইরাস যেন এখন নতুন রূপে; নতুন নামে! ওমিক্রন; যা এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে চলেছে! সূত্রানুযায়ী, এই ভাইরাসটি প্রথমবারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া গেছে এবং দ্রুত তা সারা বিশ্বে ছড়িয়েও পড়ছে। এখন পর্যন্ত মোট ১৬টি দেশে এর প্রবেশ হয়েছে।চিকিৎসকরা বলছেন, এই করোনা ভাইরাস আগের ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টার চেয়ে ৭ গুণ বেশি প্রাণঘাতী এবং অনেকগুণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এখন জেনে নিন কিভাবে ওমিক্রন (Omicron) থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবেন :-

ওমিক্রন (Omicron) থেকে বাঁচতে ভারত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির একটি তালিকা তৈরি করেছে, যেখান থেকে আগতদের জন্য কঠোর নিয়ম প্রযোজ্য করেছে। তাই আপনি যদি Omicron এড়াতে চান, তাহলে আপনাকে এই খবরটি পড়তেই হবে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, করোনার ডেল্টা রূপ ১০০ দিনে যতটা ছড়িয়েছে, তা মাত্র ১৫ দিনে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন পর্যন্ত এই বৈকল্পিকটিতে ৩২টি মিউটেশন হয়েছে। যখন একটি ভাইরাস দ্রুত পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ তার রূপ পরিবর্তন করে, তখন তার সাথে লড়াই করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

করোনার নতুন রূপের প্রথম ছবি ইতালির মিলান স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে লাল রঙের চিহ্নগুলি বলছে যে এই ভাইরাসে কোথায় মিউটেশন হয়েছে এবং ধূসর এলাকাটি বলছে কোথায় এই রূপটি পরিবর্তন হয়নি। যে কোনো ভাইরাসে মিউটেশন প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই রূপান্তরে অস্বাভাবিকভাবে মিউটেশন ঘটেছে, যার কারণে সারা বিশ্ব চিন্তিত ।এখন পর্যন্ত মোট ১৬টি দেশে এই ভাইরাস পৌঁছেছে। তার মধ্যে আফ্রিকার দেশ, ইউরোপের কিছু দেশ। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইজরায়েল এবং হংকং-এর লোকেরাও এই বৈকল্পিক থেকে ইতিবাচক হয়েছে। ভারতে কিছু লোককে সন্দেহজনক বিবেচনা করে তদন্ত করা হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও এই বৈকল্পিকটির একটিও কেস নিশ্চিত করেনি। যেকোনো ভাইরাসে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এটি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। ধরুন, করোনা ভাইরাস একটি বলের মতো গোল আকৃতির এবং এর কাঁটাগুলোকে স্পাইক বলা হয়, যেগুলোতে জেনেটিক উপাদান রয়েছে। জেনেটিক উপাদান মানে সেই ভাইরাসের ডিএনএ বা আরএনএ কী। করোনা ভাইরাসের জেনেটিক উপাদান হল RNA।

অতএব, এটিকে এমনভাবে বিবেচনা করুন যাতে আরএনএ এই ভাইরাসের বাড়ির ঠিকানা। এখন সমস্যা হল এই ভাইরাসের বাড়ির ঠিকানা ক্রমাগত বদলাতে থাকে। অর্থাৎ ভাইরাসে ক্রমাগত পরিবর্তন হয় এবং একে বলা হয় মিউটেশন। যখন ভাইরাস তার বাড়ির ঠিকানা পরিবর্তন করে, অর্থাৎ মিউটেট করে, তখন এটি কখনও কখনও একটি নতুন স্ট্রেনের রূপ নেয়। নিজের একটা আলাদা পরিচয় তৈরি করে। এটিকে একটি নতুন রূপ বা একটি নতুন স্ট্রেন বলা হয় এবং ওমিক্রনও তাদের মধ্যে একটি। গত এক বছরে ডব্লিউএইচও করোনার পাঁচটি ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্নের তালিকায় রেখেছে। এর মধ্যে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট ছিল, যার কারণে ভারতে করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গ এসেছিল। এই ঢেউয়ে প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ মানুষ মারা যায়। এখন কল্পনা করুন যে এই নতুন বৈকল্পিকটি কতটা বিপজ্জনক প্রমাণিত হবে যখন ডেল্টা বৈকল্পিক এত ধ্বংসলীলা এনেছিল। ঠিক আছে, এখন পর্যন্ত বিশ্ব এই নতুন বৈকল্পিক সম্পর্কে অনেক কিছু জানে না। বিজ্ঞানীরা জানেন যে এই রূপটি আরও বেশি সংখ্যক লোককে সংক্রামিত করতে পারে। কিন্তু তারা জানেন না কতজন রোগীকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং সব দেশে ধারাবাহিকভাবে করা হলেই তা জানা যাবে। ধরুন, একদিনে একটি দেশে ১০০টি নতুন করোনা কেস পাওয়া গেল। যদি তাদের জিনোম সিকোয়েন্সিং না করা হয় তাহলে জানা যাবে না যে সে দেশের মানুষ নতুন ভেরিয়েন্টে আক্রান্ত হয়েছে নাকি পুরাতন এবং এই ভাইরাস কতটা বিপজ্জনক। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতে করোনার এক শতাংশ ক্ষেত্রেও জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হচ্ছে না, যাতে জানা যায় এই বৈকল্পিকটি আমাদের দেশে পৌঁছেছে কি না এবং এটি কতটা বিপজ্জনক। তবে কিছু লোককে সন্দেহজনক বিবেচনা করে তাদের নমুনা অবশ্যই তদন্ত করা হচ্ছে। এছাড়া

বিপদের কথা মাথায় রেখে অনেক দেশকে উচ্চ ঝুঁকির তালিকায় রেখেছে ভারত। অর্থাৎ যারা এই দেশগুলো থেকে ভারতে আসছেন তাদের কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখা হবে এবং তাদের জন্য করোনা প্রোটোকলও খুব কঠোর হবে। ব্রিটেন এই দেশ এবং ইউরোপের ৪৪ টি দেশে রয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলো হলো চীন, হংকং, ইসরাইল, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। এই দেশগুলি থেকে আসা ভ্রমণকারীদের জন্য, ভারত সরকার নতুন নির্দেশিকা তৈরি করেছে, যা ১লা ডিসেম্বর থেকে প্রযোজ্য হবে।

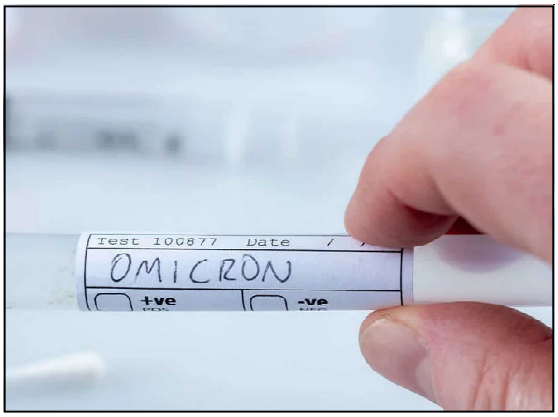

এর অধীনে, বিদেশী ভ্রমণকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নিজস্ব খরচে ভারতে করোনার RT-PCR পরীক্ষা করাতে হবে এবং পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বিমানবন্দরে থাকতে হবে। রিপোর্ট নেগেটিভ এলে হোম কোয়ারেন্টাইনের ৭ প্লাস ৭ ফর্মুলা মেনে চলতে হবে। এতে বিমানবন্দরে করা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এলে ৭ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। করোনার আরটি-পিসিআর পরীক্ষা অষ্টম দিনে আবার করতে হবে এবং এবারও যদি পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে, তাহলে আরও ৭ দিন হোম কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক হবে। অর্থাৎ, এই অনুসারে, হোম কোয়ারেন্টাইন নেতিবাচক হলেও ১৪ দিনের হবে।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর যদি কোনো যাত্রীর আরটি-পিসিআর রিপোর্ট পজিটিভ আসে, তাহলে তার নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হবে, যাতে জানা যায় সেই ব্যক্তি করোনার নতুন সংস্করণে আক্রান্ত কিনা। সংক্রামিত ব্যক্তির যোগাযোগের ট্রেসিংও প্রয়োজন হবে। এ জন্য রোগীর সঙ্গে বসা ব্যক্তি, সামনে ও পেছনের তিন সারির যাত্রী এবং কেবিন ক্রুদেরও করোনা পরীক্ষা করা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সমস্ত বিদেশী ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের ১৪ দিন আগে এয়ার সুবিধা পোর্টালে একটি বিশদ ভ্রমণ ইতিহাস দিতে হবে এবং ফ্লাইটের আগে ৭২ ঘন্টার মধ্যে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। যেসব দেশকে উচ্চ ঝুঁকির ক্যাটাগরিতে রাখা হয়নি, সেখান থেকে আসা মোট যাত্রীর মধ্যে ৫ শতাংশের র্যান্ডম টেস্টিং হবে। এর খরচ কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই বহন করবে। এই যাত্রীদের জন্যও ১৪ দিনের হোম আইসোলেশন বাধ্যতামূলক হবে। সমুদ্রপথে আসা আন্তর্জাতিক যাত্রীরাও এই প্রটোকল অনুসরণ করবেন।

কিছু গবেষণায় আশঙ্কা করা হয়েছে যে করোনার এই নতুন রূপটি এর ভ্যাকসিনগুলিকেও নিরপেক্ষ করতে পারে। দিল্লির AIIMS হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া বলেছেন যে এই রূপের সমস্ত পরিবর্তন বা পরিবর্তন এই ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন অঞ্চলে ঘটেছে। যার কারণে এই রূপটি এমন একটি ক্ষমতা বিকাশ করতে পারে, যাতে এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে পালাতে পারে। অর্থাৎ, এমন হতে পারে যে ভ্যাকসিন বা অন্যান্য কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেই ভাইরাসে সামান্য বা কোনো প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও এই মূল্যায়ন খুবই প্রাথমিক এবং আগামী দিনে শুধু এর সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। তবে আমরা আপনাকে একটি জিনিস বলতে পারি এবং তা হল এর লক্ষণ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০০ জনের উপর করা একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিত ব্যক্তিরা হালকা জ্বর এবং ক্লান্তির কথা জানিয়েছেন। ডেল্টা ভেরিয়েন্টে, মানুষের গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছিল এবং তারা খাবারের স্বাদও নিতে পারেনি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ধরনের উপসর্গ দেখা যায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারও দাবি করেছে যে এই রূপটি অবশ্যই সংক্রামক তবে খুব বিপজ্জনক নয়। এই বৈকল্পিকটি চীনের সাথেও একটি সংযোগ রয়েছে। WHO গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর অনুসারে করোনার নতুন রূপের নাম দিয়েছে। Omicron... গ্রীক হল বর্ণমালার ১৫তম অক্ষর। এই বৈকল্পিকটি পাওয়ার আগে, WHO এটির ১২টি অক্ষর ব্যবহার করেছিল এবং সেই অনুযায়ী গ্রীক বর্ণমালার ১৩ তম অক্ষর হিসাবে নতুন রূপটির নামকরণ করতে হয়েছিল। এটি ছিল ১৩ তম চিঠি.. NU (Nu)। ডব্লিউএইচও মনে করেছিল যে যদি এই বৈকল্পিকটিকে এই নাম দেওয়া হয় তবে এটি বিভ্রান্তি তৈরি করবে এবং লোকেরা এই বৈকল্পিকটির নামটিকে ঘট এর পরিবর্তে নতুন হিসাবে বিবেচনা করবে। তাই এই চিঠিটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন যখন এটি ঘটে, তখন তাকে গ্রীক বর্ণমালার ১৪ তম অক্ষরে এই বৈকল্পিকটির নাম দিতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা করতেও রাজি হননি। কারণ ১৪ তম অক্ষর ছিল XI (Xi)। ডাব্লুএইচও মনে করেছিল যে যদি এই নতুন রূপটির নাম শি জিন করা হয়, তবে বিশ্ব এটিকে চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সাথে যুক্ত করতে দেখবে এবং এটি চীনকেও ক্ষুব্ধ করতে পারে। এই কারণে, বৈকল্পিক নামকরণের জন্য ১৫তম অক্ষরটি বেছে নেওয়া হয়েছিল, যাকে ওমিক্রন বলা হয়। এখন প্রশ্ন জাগে যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যদি চীনকে এতটাই ভয় পায়, তাহলে এই ভয়াবহ মহামারীর সময়ে বিশ্ব কীভাবে এই স্বাস্থ্য সংস্থাকে বিশ্বাস করবে? আপনি অন্য একটি উদাহরণ দিয়ে WHO এর ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বুঝতে পারবেন। ডাব্লুএইচও-এর উদ্বেগের বৈকল্পিক তালিকায় এখন পর্যন্ত যে সমস্ত রূপগুলি রাখা হয়েছে তা চীনে পাওয়া যায়নি। কারণ চীন কখনোই সততার সাথে WHO কে জানায়নি যে এখানে করোনার একটি নতুন রূপ পাওয়া গেছে। ডব্লিউএইচও এ বিষয়ে তার কাছ থেকে বেশি তথ্য পায়নি। গত বছর যুক্তরাজ্যে যখন আলফা ভেরিয়েন্ট পাওয়া যায়, তখন যুক্তরাজ্য সততার সাথে ডব্লিউএইচওকে এ বিষয়ে অবহিত করেছিল। যখন এখানে ডেল্টা বৈকল্পিক চিহ্নিত করা হয়েছিল তখন ভারতও একই রকম সততা দেখিয়েছিল। সত্য স্বীকার করে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারও বলেছে যে ওমিক্রনের খবর পাওয়া গেছে। এর মাধ্যমে আপনি চীন এবং এই দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন এবং WHO-এর কাজের ধরনও জানতে পারবেন। তবে একটি সুখবর রয়েছে যে ভারতে গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন গড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার। গত ২৮ নভেম্বর সারা দেশে প্রায় ৮ হাজার ৩০০ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হন। যাইহোক, আপনাকে এখানে বুঝতে হবে যে এই ভাইরাসটি মানুষের পরীক্ষা করতে জানে। এই ভাইরাস দুর্বল হয়ে বা পরাজয়ের ক্ষেত্রে তার প্রকৃতি পরিবর্তন করে এবং আবার বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যেখানে মানুষের স্বভাব বদলাতে পুরো জন্ম লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না। এই খবরের সাথে সম্পর্কিত একটি সর্বশেষ আপডেট হল ভারত সরকার এই কঠিন সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য আফ্রিকান দেশে ভ্যাকসিন, টেস্ট কিট, পিপিই কিট এবং ভেন্টিলেটর পাঠাতে প্রস্তুত।

Skill India

শিক্ষা সংবাদ

ASDC AUTOMOTIVE SKILLS DEVELOPMENT COUNCIL

ASDC / NSDC (Govt. of India) কর্তৃক মোটর ড্রাইভিং শিক্ষার জন্য অবৈতনিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলিতেছে

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ঃ প্রাইভেট মোটর ড্রাইভিং কোর্স (৩ মাস) ও মোটর বাইক কোর্স (৩ মাস)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নূন্যতম অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।

বয়সসীমা ঃ ১৮ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত

আসন সংখ্যা ঃ ২৫ জন মোটরগাড়ী এবং ২৫ জন মোটর বাইক

⇨ Final পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর Govt. of India কর্তৃক একটি মূল্যবান প্রশংসাপত্র (Certificate) প্রদান করা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্স এর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও Trafick Ruls সম্বন্ধে বেসিক ধারনা দেওয়া হয়।

⇨ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কাজের ব্যবস্থা আছে।

⇨ নামী Employers (নির্মান কর্তারা) আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে উত্তীর্ণ ছাত্রদের চাকরীর ব্যবস্থা করে।

মন্তব্য ঃ ১। Final পরীক্ষায় গত ৫ বছর গড় উত্তীর্ণ ছাত্র ঃ ৯০ শতাংশ

২। গড় উত্তীর্ণ ছাত্রদের গত ৫ বছরে চাকরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে ঃ ৮০ শতাংশ

সত্ত্বর যোগাযোগ করুন (আসন সংখ্যা সীমিত)

SAFAR ZONE FOUNDATION

Affiliated to ASDC/ NSDC (Govt. of India)

Bongaon Rail Bazar (Near : Bongaon 6RP Thana) North 24 Parganas, W.B., 743235, **Mob.: 9883518633 / 9932065503**

বাণিজ্য জট কাটাতে জেলাশাসকের বৈঠক

প্রতিনিধি ঃ পেট্রাপোল বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাণিজ্য জট কাটাতে বৈঠক করলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। মঙ্গলবার তিনি বনগাঁ মহকুমা শাসকের দপ্তরে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক কর্তা, শুল্ক, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, বনগাঁ পৌরসভা, ক্লিয়ারিং এজেন্ট সহ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

কিভাবে পেট্রাপোল- বেনাপোল বন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানি বাড়ানো যায় তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। জেলাশাসক বলেন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কাকে বলা হয়েছে দৈনিক ৭০০ ট্রাক পণ্য রপ্তানি করার জন্য।

প্রসঙ্গত বেশ কিছুদিন ধরে পেট্রাপোল- বেনাপোল দিয়ে পণ্য রপ্তানি কমে গিয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন পার্কিং ও বনগাঁর বিভিন্ন সড়কে ট্রাক ভরে গিয়েছে। যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। দিন কয়েক আগে মধ্যমগ্রামে জেলার প্রশাসনিক বৈঠকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাণিজ্য জট কাটানোর জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হুঁশিয়ারি বিজেপির

প্রথম পাতার পর

গাঁজা, হেরোইন পাচারে ওরাই গ্রেফতার হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাওতাবাজি এখানকার নেতাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। সে কারণেই জনগণ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিজেপি লোকজন দলে দলে তৃণমূলে যোগদান করছেন।''

HD ভিডিও বিজ্ঞাপন ও ডিজিটাল অডিও প্রচার ক্যাসেট-এর জন্য আসুন
সবিতা এ্যাড় এজেন্সী
M. : 9474743020, 8759741240
২নং রেলগেট, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা।

ঢাকুরিয়া সোনালীর রাস উৎসবে শীতবস্ত্র প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৮ নভেম্বর চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী সোনালী সংঘের ২৪তম বর্ষের রাস উৎসবের শেষ দিনের সন্ধ্যায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও দুঃস্থ মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল প্রদান করা হয়। এদিনের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, জেলা পরিষদ সদস্য নিত্যানন্দ রায়, পম্পা বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সদস্য চিন্ময় ভক্ত, কৃষ্ণেন্দু দাস, সমাজকর্মী কপিল ঘোষ, কৃষ্ণ চৌধুরী, মুকুল রায়সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

বিশিষ্টজনেরা সকলে তাঁদের বক্তব্যে ঢাকুরিয়ায় ঐতিহ্যবাহী সোনালী ক্লাবের এই রাজ উৎসব, মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ও সেই সঙ্গে দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল প্রদান কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানান। এদিনের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানে এলেকার অগণিত সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের সমাগম ঘটে। অন্যতম সংগঠক বিধান চন্দ্র দাস ও শিক্ষক অনুপ সেনগুপ্ত, কুশ দাসসহ সংঘের সকল সদস্যগণের আন্তরিক উদ্যোগে রাস উৎসবে কম্বল বিতরণসহ সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে। পরদিন ভোগ বিতরণ ও নরনারায়ণ সেবায় গ্রামবাসীগণের ব্যাপক উপস্থিতি চোখে পড়ে।

কৃষ্ণ আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে চাঁদপাড়ায় বিজয় সমাবেশ বামেদের

নীরেশ ভৌমিক ঃ দীর্ঘ কৃষক আন্দোলনে অবশেষে পিছু হটতে হল কেন্দ্রীয় সরকারকে। কেন্দ্রের মোদী সরকার বাধ্য হল কৃষক

বিরোধী তিনটি আইন প্রত্যাহার করতে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও কৃষক বিরোধী কালা কানুনগুলি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে অতিশয় খুসি সারা দেশের কৃষক সমাজ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীগণ। তৃণমূল কংগ্রেসের পর গত ২৬ নভেম্বর চাঁদপাড়া বাজারের বাস স্ট্যাণ্ড এলাকায় সভা করে গাইঘাটার বামপন্থীরা। এদিন অপরাহ্নে প্রবীন সিপিআইএম নেতা রমেন্দ্র নাথ আঢ্যর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বিজয় সমাবেশে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বামপন্থী নেতা কর্মীগণ যোগ দেন। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন দলের জেলা নেতৃত্ব ও কৃষক নেতা সত্য কপাট, বিপ্লব রায়, দলনেতা স্বপন ঘোষ, সন্তোষ দাস ও কপিল ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্ব।

প্রবীণ সিপিএম নেতা কপিল ঘোষ বলেন, এরাজ্যের তৃণমূল সরকার রাজ্যবাসীকে নানা চমক দিয়ে চলেছে। কৃষকরা এখানে অবহেলিত। উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য দাম থেকে তাঁরা বঞ্চিত। যুব সমাজ দিশাহীন। দুর্নীতি চলছে সর্বত্র। এসবের বিরুদ্ধে সকলকে একজোট হবার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

আপনার এলাকার যে কোন পরিস্থিতির ভিডিও করে পাঠান আমাদের দপ্তরে... সরাসরি সম্প্রসারিত হবে আমাদের চ্যানেলে। বিস্তারিত খবর দেখতে নিচের লিংকে যান বা পাশের কোড স্ক্যান করুন।
সার্বভৌম সমাচার
https://www.youtube.com/channel/UC3x3Pqdd5asLnCapvOUqEQA?view_as=subscriber

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স
BIS-916
যশোর রোড, বাটার মোড় (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে), বনগাঁ।
ও
নিউ পি.সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
লোকনাথ মার্কেট (দ্বিতলে), যশোহর রোড, কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে
এখানে G Pay, PhonePe, Paytm ছাড়াও আরও অন্যান্য অ্যাপ এর মাধ্যমে পেমেন্ট নেওয়ার সুবিধা আছে।
আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয় করা হয় *শর্ত সাপেক্ষ
নিউ পি.সি. জুয়েলার্স এই প্রথমবার বনগাঁতে সর্ব-ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে ২০০/-টাকা থেকে রুপোর ও ২,৫০০/- টাকাতে সোনার আকর্ষণীয় উপহার যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশীও করতে পারবেন এবং তার পরিবর্তে মূল্যও আছে। প্রতিটি ক্রয়ের সঙ্গে থাকছে নির্দিষ্ট বোনাস পয়েন্ট, যার বিনিময়ে বছর শেষে পাবেন পছন্দের গহনা।
কর্মখালি
বনগাঁতে নিউ পি.সি. জুয়েলার্স-এর Show Room-এর জন্য সুদক্ষ ও ২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হীরে ও গ্রহরত্নের Salesman, এবং সুদক্ষ কারিগররাও যোগাযোগ করুন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন নিজের ID Proof ও Biodata (1copy ছবি) সহ। সোমবার থেকে শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করুন উল্লিখিত ঠিকানাতে। অথবা 8250337934 নম্বরে WhatsApp করেও আপনাদের Biodata পাঠিয়ে দিতে পারেন।
আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ ঃ সোম, বুধ ও শুক্রবার প্রখ্যাত জ্যোতিষী সুদীপ আচার্য-এর সাক্ষাতের জন্য অগ্রিম যোগাযোগ করুন 7365052814 নম্বরে।
আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স এই প্রথমবার বনগাঁতে নিয়ে এসেছে আপনাদের জন্য একটি নতুন সংযোজন 'নিউ পি.সি. রত্নকুবের' যেখানে এক ছাদের তলাতে আপনি সুদক্ষ জ্যোতিষীর দ্বারা ভাগ্য বিচার করে তাদের পরামর্শ মতো সমস্ত Certified গ্রহরত্ন পেয়ে যাবেন। নিউ পি.সি. জুয়েলার্স মানেই সোনা, রুপো, হীরে ও অন্যান্য গ্রহরত্নের বিশাল সম্ভার। নিউ পি.সি. জুয়েলার্স দিচ্ছে হীরে সহ অন্যান্য গ্রহরত্নে ২০% ছাড় ও সার্টিফিকেট। প্রতিটি গ্রহরত্ন ব্যবহারের পরেও ফেরৎ দিলে তার মূল্য পাওয়া যাবে।
বিঃ দ্রঃ—এখানে সমস্ত গ্রহরত্ন পাইকারী বিক্রয়ের সু-ব্যবস্থা আছে।
আমাদের শো-রুম প্রতিদিন খোলা।

আচার্য্য দত্তে গ্রহদোষ খণ্ডে
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিংবদন্তি গবেষক
জ্যোতিষ রত্ন শ্রী সঞ্জীব আচার্য্য (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)
M.W.AS (Gold), M.A., M.O.P., M.H.B.T. (Kol)
চেম্বার ঃ (বনগাঁ) গ্রহরাজ জ্যোতিষ কার্য্যালয়
সাক্ষাৎ ঃ প্রতি সোম, মঙ্গল, বুধবার সকাল ১০টা থেকে ২টা এবং বিকাল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত।
চেম্বার ঃ (বাগদা) ঃ অজিত দত্ত স্মৃতি ভবন
সাক্ষাৎ ঃ প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। বুকিং ঃ 9992372644 / 7699295474

HD ভিডিও বিজ্ঞাপন ও ডিজিটাল অডিও প্রচার ক্যাসেট-এর জন্য আসুন
সবিতা এ্যাড় এজেন্সী
M. : 9474743020, 8759741240
২নং রেলগেট, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা।

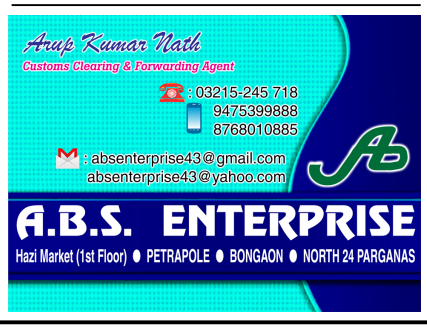

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
☎ : 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

জলপথে বানিজ্যের পরিকল্পনা মন্ত্রী শান্তনুর

প্রথমপাতার পর...

বানিজ্যকে মুক্ত করতে জলপথ ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনা করছেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রী বন্দর ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। গত ১৩ নভেম্বর অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজারে বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন উপলক্ষে দলের এক সভায় এই পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন স্থানীয় সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। এদিনের সভায় দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বনগাঁ দক্ষিনের বিধায়ক স্বপন মজুমদার, দলের জেলা নেতৃত্ব দেবদাস মণ্ডল, বর্ষিয়ান সুদেব সিকদার, ভারত সেবাশ্রম সংঘের দেবেশানন্দ মহারাজ, হাবরার বিজেপি নেতৃত্ব শৈলেন মণ্ডল প্রমুখ। আয়োজন চাঁদপাড়া পূর্ব মণ্ডলের সভাপতি শিক্ষক প্রশান্ত রায় ও দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বনগাঁর সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর তাঁর বক্তব্যে আরোও জানান, প্রথমেই ইছামতী নদী সংস্কার করা হবে। নদী সংস্কার হলে জলপথে বাংলাদেশ বানিজ্যের গতি বাড়বে এ খরচও যথেষ্ট কমবে। বনগাঁয় বন্দর গড়ে উঠলে এই এলাকার গুরুত্ব বাড়বে। ৩৫ নং জাতীয় সড়ক সংকীর্ণ যশোর রোডের চাপ কমাতে তিনি হাবড়া থেকে বনগাঁ সীমান্ত অবধি একটি বিকল্প সড়ক নির্মানের (বাইপাস) প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি ব্যক্ত করেন। এসব পরিকল্পনা শ্রীঠাকুর কেন্দ্রীয় দপ্তরকে জানায়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া শান্তনুবাবু ঠাকুরনগর ও চাঁদপাড়া স্টেশনসহ এলাকার বিভিন্ন সমস্যাগুলি রেল দপ্তরের অধিকারিকগণের নজরে এনেছেন। খুব শীঘ্রই সমস্যাগুলি পরিদর্শন হবে বলে শ্রীঠাকুর আরোও জানান।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at Kumar Press at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in
Editor- Utpal Mallick